দৈনিক সংবাদ ... 040

তারিখ 24 AUG 1986

পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 4

দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে পাশপাতিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাল। (ডানে) স্থান সংকুলান না হওয়ায় শিশু শ্রেণীর ক্লাসগুলো বিদ্যালয়ের সামনে নেয়া হয়। —সংবাদ

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

ঝিনাইদহ ২১শে আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।—চেয়ার-বেঞ্চ-টেবিল সহ অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব, ব্লাক বোর্ড, চক, ডাষ্টার প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা, ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকা, সর্বোপরি চরম স্থান সংকটের কারণে কোটচাঁদপুর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে।

কোটচাঁদপুর উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ৪৪টি এর মধ্যে ৩৫টি সরকারী এবং ৯টি বেসরকারী। ৯টি বেসরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬টি তালিকাভুক্ত এবং ৩টি অতালিকাভুক্ত। চরম আর্থিক সংকটে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব বিপন্ন, স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহ, আগ্রহ ও আর্থিক সাহায্যে এগুলি কোন রকমে চলছে। অন্যদিকে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতেও নানা সমস্যা রয়েছে। ৩৫টি সরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ৮ হাজার ৪শ' ৭১ জন; এর মধ্যে ১ম শ্রেণীতে ২ হাজার ৮শ' ২৫ জন, ২য় শ্রেণীতে ১ হাজার ৯শ' ৭৫ জন, ৩য় শ্রেণীতে ১ হাজার ৬শ' ১৫ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ১হাজার ২শ' ১৬ জন এবং ৫ম শ্রেণীতে ৮শ'৪০ জন। বরাদ্দকৃত শিক্ষকের পদ আছে ১শ' ৪৭টি, আছেন ১শ' ৪৫ জন। একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি রয়েছে। এছাড়া প্রতি ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য গড়ে একজন করে শিক্ষক নিয়োগের নিয়মানুযায়ী ৮,৪৭১ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক প্রয়োজন ১৬৯ জন। সেখানে বরাদ্দকৃত পদ আছে ১৪৭টি। ২২জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টির এখনো প্রয়োজন। কোটচাঁদপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানালেন, ২২ জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টির জন্য বার বার আবেদন জানানো হয়েছে, কিন্তু আজো পদ বরাদ্দ করা হয়নি।

... বেশী স্থান সংকট রয়েছে। দিন দিন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে স্থান সংকট। বর্তমানে কোটচাঁদপুর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোটচাঁদপুর গার্লস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাশপাতিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থান সংকট সবচেয়ে প্রকট। এলাঙ্গি ইউনিয়ন পরিষদের অধীন পাশপাতিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ৭২ শতক জমির ওপর ৪০ ফুট লম্বা ও ১৪ ফুট চওড়া একটি পাকা ঘর আছে। দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে একপাশে ভেঙে পড়েছে। জরাজীর্ণ এই ঘরের এক পাশে পার্টিশন দিয়ে ৬ ফুটের একটি অফিসঘর বানানো হয়েছে। বাকী অংশে ২৬১জন ছাত্রছাত্রীর বসার জায়গা হয় না। ফলে শিশু শ্রেণীর ক্লাসগুলো বিদ্যালয়ের সামনে গাছের নীচে হয়। এমনিভাবে গাছতলায়, বিভিন্ন লোকের বৈঠকখানায় ক্লাস হচ্ছে কাঠালিয়া-সুন্দরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ঝড়ে বিদ্যালয় গৃহটি ভেঙ্গে পড়ার পর অর্থাভাবে আর তোলা হয়নি। অবশ্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানালেন, বিদ্যালয়টির সংস্কারের জন্য ১২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; কিন্তু এ টাকায় সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। একই অবস্থা ফুলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। ঝড়ে টিনের চালা উড়ে যাবার পর অর্থাভাবে আজো চালা লাগানো সম্ভব হয়নি। জগন্নাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিনের চাল ঝড়ে এলোমেলো হয়ে রয়েছে, একটু বৃষ্টি হলেই পানি পড়ে, স্কুল ছুটি হয়ে যায়। তাছাড়া ব্রহ্মপুর এবং গুণপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ফেটে গেছে, যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এর মধ্যেই ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করছে।

প্রতিটি বিদ্যালয়েই চেয়ার-বেঞ্চ-টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের কমবেশী অভাব রয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানিয়েছেন দীর্ঘদিন আগে ইউনিসেফ কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্ল্যাক বোর্ডগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। চকডাষ্টারসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণেরও অভাব রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।